2.1 লৌকিক জ্ঞানের দর্শন (Common Sense Philosophy)

ম্যুরের দার্শনিক বক্তব্যের প্রধান লক্ষ্য হল ঃ সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত লৌকিক জ্ঞানের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। অর্থাৎ, জগৎ সম্পর্কে লৌকিক অভিমত বা দৃষ্টিভঙ্গি মোটামুটি যে রকম, ম্যুর অনেকাংশে তারই সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, লৌকিক অভিমতের অন্তর্গত সব বিশ্বাসকেই তিনি নির্ভুল বলে দাবি করেছেন। তাঁর মতে, লৌকিক জ্ঞানের মধ্যে দুটি ভিন্ন ধরনের সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় ঃ একটি হল জড়-জাগতিক বস্তুসমূহ, এবং অপরটি চৈতন্যক্রিয়া সমূহ। ম্যুর অবশ্য জড়বস্তু বলতে কী বোঝায় তার কোনো সংজ্ঞা দেননি; অথবা লৌকিক মতে, 'জড়বস্তু' বলতে কী বোঝানো হয় বলে তিনি মনে করেন, তাও বলেননি। তিনি শুধু কতকগুলি উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন মানবদেহ, প্রাণীসমূহ, উদ্ভিদকুল, বিভিন্ন ধাতু, পৃথিবী, নক্ষত্র ইত্যাদি। তারই সঙ্গে তিনি লৌকিক অভিমতের লক্ষণ হিসেবে বলেছেন যে—লোকে এসব জিনিসকে স্থান-কালে অবস্থিত বলেই বিশ্বাস করে।

সাধারণ মানুষ 'চেতনা' বলতে মনে করে যে, মানুষের মধ্যে এবং কোনো কোনো প্রাণীর মধ্যেও মন বলে একটা বস্তু আছে। ম্যুরের ব্যাখ্যায়—এই ব্যাপারটাই হল চেতনক্রিয়া। এক্ষেত্রেও তিনি কোনো সংজ্ঞা দেননি। বরং তিনি দেখা, শোনা, স্মরণ করা, চিন্তা করা, স্বপ্ন দেখা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার উদাহরণ দিয়েছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হল—তিনি চৈতন্য-ক্রিয়াসমূহের কালগত অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও তাদের স্থানগত অবস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন। ম্যুরের ব্যাখ্যায়—লৌকিক জ্ঞানের লক্ষণে দেহের সঙ্গে মানসিক ক্রিয়ার পাশাপাশি এদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কের বিশ্বাসও থাকে। ম্যুরের বর্ণনায় লৌকিক অভিমতে জীবদেহের ক্ষেত্রেই চৈতন্য-ক্রিয়ার অস্তিত্ব থাকে; আর সচেতন বা অচেতন যাইহোক, জাগতিক বস্তুসামগ্রী সম্পর্কে আমরা কখনো জ্ঞাত হই এবং কখনো তারা আমাদের জ্ঞানের বাইরে স্বাধীনভাবে থাকে। ম্যুর সাধারণ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জগৎস্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরের ধারণার কথাও উল্লেখ করেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অমরত্বের ধারণাও আছে। তবে ম্যুরের মতে—সমাজ, বিজ্ঞান প্রভৃতির বিকাশের মাধ্যমে লৌকিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব অনেকখানি কমে গেছে।

ম্যুরের বর্ণনা অনুসারে লৌকিক জ্ঞানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল—জড়দেহ ও চৈতন্য-ক্রিয়া সম্পর্কিত যথার্থ জ্ঞানের দাবি। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে যে—তারা যা জানছে তা প্রকৃতই আছে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশদ তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে। এসব তথ্যের মধ্যে পরে—অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত পৃথিবীর দীর্ঘ অস্তিত্ব, নিজের দেহের যথেষ্ট দিন ব্যাপী অস্তিত্ব এবং অন্যান্য মানুষের দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ার সত্যতা। এই ধরনের বাস্তব জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে লৌকিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্মৃতি, কল্পনা এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হয়।

ম্যুর যেহেতু চৈতন্য ক্রিয়ার স্বপক্ষে কোনো যুক্তি দেখাননি, তাই এ কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে একে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। বস্তুত প্রয়োজন বোধ করলে তিনি ডেকার্তের মতোই যুক্তি দিতে পারতেন— "আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি।" দেহের প্রসঙ্গে ম্যুর বলেছেন—আমার নিজের দেহ সম্পর্কে আমি যে বিষয়গুলি সত্য বলে জানি, অন্য দেহের অধিকারীও সেই বিষয়গুলিকে নিজের কাছে সত্য

Scanned by CamScanner

বলে জানে। লৌকিক জ্ঞানের এই বিষয়গুলিও ম্যুর স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ভাববাদী দার্শনিকদের সমালোচনা করে বলেছেন—তাঁরা নিজেরাও নিজেদের এবং অপর ব্যক্তির দেহগুলির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। কিন্তু যুক্তি দিতে গিয়ে তাঁরা এর বিরুদ্ধে বলেন।

Scanned by CamScanner